মুজিবনগরে স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

‘মেধা, বিজ্ঞান, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে উপজেলা পর্যায়ের “নতুন উদ্যোগ, বিজ্ঞান প্রকল্প এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শনী প্রোগ্রাম” অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশের এসইডিপি-র শিক্ষাগত উৎকর্ষ সহায়তা প্রকল্প (ইইএসএস)-এর আয়োজনে এই ব্যতিক্রমী বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাইফুল হুদা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে উপজেলার ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের তৈরি বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রজেক্ট, নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা বলেন, “স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আজকের তরুণ শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আমাদের প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাঝে রয়েছে অদম্য মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি। এই ধরনের প্রদর্শনী তাদের ভেতরের লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। উপজেলার ১২টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের এই অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে আমরা একটি বিজ্ঞানমনস্ক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞান, নতুন উদ্যোগ ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করবে।”

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: মামুন উদ্দিন আল আজাদ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে বলেন, তরুণদের এই উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাগুলোই আগামী দিনের সফল উদ্যোক্তা তৈরি

করতে এবং দেশকে এগিয়ে নিতে মূল ভূমিকা পালন করবে।

মেলায় অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলোর স্টল পরিদর্শন করেন অতিথিবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্তে পুশইনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে ১২ জনকে পুশব্যাক করেছে বিজিবি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চর বিলগাথুয়া সীমান্ত দিয়ে ১২ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠায় ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয় জনতা তাদের পুনরায় সীমান্তবর্তী মাথাভাঙ্গা নদী পার করে ভারতীয় সীমানায় ঠেলে দেয়।

শুক্রবার (১২ জুন) ভোরে প্রাগপুর সীমান্তের ১৪৮/৩ এস সীমান্ত পিলার এলাকা দিয়ে বিএসএফ ওই ১২ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠায়। বিজিবি সূত্র জানায়, ওই ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন পুরুষ, চারজন নারী এবং চারজন শিশু রয়েছে। বর্তমানে ওই ১২ জন ভারতীয় সীমান্তের কাঁটাতারের বাইরের অংশে অবস্থান করছে।

বিজিবি জানিয়েছে, সীমান্ত দিয়ে যেই ১২ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠান হয়েছে তারা যেন বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। এ কাজে স্থানীয় সীমান্তবাসীও সহযোগিতা করছে।

প্রাগপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশরাফুজ্জামান মুকুল জানান, আজ ভোরের দিকে ভারত থেকে ১২ জনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় জনগণ ও বিজিবি যৌথভাবে তাদের প্রবেশের চেষ্টা

প্রতিহত করেছে।

প্রাগপুর বিওপির দায়িত্বপ্রাপ্ত সুবেদার আসাদ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ১২ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তারা বর্তমানে ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

কানাডা থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করলেন মেহেরপুরের সজীব

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের কৃতি সন্তান মোঃ মাহফুজুর রহমান (সজীব) কানাডার উইন্ডসর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তড়িৎ ও কম্পিউটার প্রকৌশল বিষয়ে সাফল্যের সঙ্গে স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

তিনি আমদহ গ্রামের মরহুম মোঃ বাবর আলীর সন্তান। শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই মাহফুজুর রহমান ছিলেন মেধাবী, পরিশ্রমী ও লক্ষ্যনিষ্ঠ। তাঁর শিক্ষার ভিত্তি গড়ে ওঠে মেহেরপুর কিন্ডারগার্টেনে। পরে তিনি মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন।

পরবর্তীতে তিনি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) থেকে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার স্বপ্ন পূরণে তিনি ২০২৪ সালে কানাডায় পাড়ি জমান। সেখানে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার মাধ্যমে উইন্ডসর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে তিনি শুধু নিজের নয়, তাঁর পরিবার, শিক্ষক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সমগ্র মেহেরপুরবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

শিক্ষাজীবনের প্রতিটি ধাপে তিনি একাডেমিক উৎকর্ষতা ও প্রযুক্তিবিষয়ক জ্ঞানচর্চার প্রতি গভীর আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তাঁর গবেষণা ও অধ্যয়ন আধুনিক তড়িৎ ও কম্পিউটার প্রকৌশলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, তাঁর এ অর্জন ভবিষ্যতে প্রযুক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্রে আরও বড় অবদান রাখার পথ সুগম করবে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ‘হ্যাটট্রিক’ টেস্ট জয় বাংলাদেশের

মিরপুর টেস্টে নাহিদ রানার আগুনঝরা বোলিংয়ে পাকিস্তানকে পাত্তাই দিল না বাংলাদেশ। সফরকারীদের মাত্র ১৬৩ রানে অলআউট করে ১০৪ রানের বড় জয় তুলে নিয়েছে টাইগাররা। তাতেই দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নাজমুল হাসান শান্ত বাহিনী।

পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট ম্যাচ জয়ের জন্য ২৩ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। এই দুই দশকেরও বেশি সময়ে টানা ১১টি ম্যাচ হেরেছে টাইগাররা। অবশেষে ২০২৪ সালে পাকিস্তানের মাটিতে গিয়ে মিলেছে প্রথম জয়ের দেখা। দুই ম্যাচের ওই সিরিজে ২-০ ব্যবধানেই জিতেছিল বাংলাদেশ। এবার মিরপুর টেস্টেও পাকিস্তানকে হারালেন শান্তরা।

২৬৮ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের প্রথম ওভারেই পাকিস্তানি ওপেনার ইমাম-উল হককে সাজঘরে ফেরান তাসকিন আহমেদ। তার করা বলে কটবিহাইন্ড হন ইমাম। আউট হওয়ার আগে করেন ৫ বলে ২ রান। আরেক ওপেনার আজান আওয়াইস করেন ৩৩ বলে ১৫ রান। আর দলনেতা নেতা শান মাসুমের ব্যাট থেকে আসে মাত্র ২ রান।

৬৮ রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপেই পড়েছিল পাকিস্তান। চতুর্থ উইকেটে

জুটি গড়ে দলকে চাপমুক্ত করেন আব্দুল্লাহ ফজল ও সালমান আগা। এই জুটিতে আসে ৫১ রান। ফিফটির দেখা পাওয়া ফজলকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন টাইগার স্পিনার তাইজুল ইসলাম। ১১৩ বলে ১১টি চারের সাহায্যে ৬৬ রান করেন ফজল। পরের ওভারেই সালমান আগাকে পরাস্থ করেন তাসকিন আহমেদ। সালমান করেন ৩৯ বলে ২৬ রান।

৫ উইকেট হারিয়ে আরও একবার চাপে পড়ে সফরকারীরা। ষষ্ঠ উইকেটে দলকে শঙ্কামুক্ত করার চেষ্টা চালান উইকেটরক্ষক ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সৌধ শাকিল। কিন্তু তাদের ক্রিজে থিতু দেননি টাইগার পেসার নাহিদ রানা। নিজের করা টানা দুই ওভারে শাকিল ও রিজওয়ানকে সাজঘরে পাঠান তিনি। এই দুই ব্যাটারই করেন ১৫ করে রান।

এরপর ১ রান করে হাসান আলিকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন তাইজুল ইসলাম।

এর আগে, প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিন শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ১৫২ রান করেছিল বাংলাদেশ। ৭ উইকেট হাতে নিয়ে ১৭৯ রানে এগিয়ে ছিল টাইগাররা। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ৫৮ ও মুশফিকুর রহিম ১৬ রানে অপরাজিত ছিলেন। পঞ্চম দিন শান্ত ৮৭, মুশফিক ২২, লিটন দাস ১১, মেহেদি হাসান মিরাজ ২৪, তাইজুল ইসলাম ৩, তাসকিন আহমেদ ১১ রানে আউট হন। ৪ রানে অপরাজিত থাকেন এবাদত হোসেন। এ ছাড়া আগের দিন মাহমুদুল হাসান জয় ৫, সাদমান ইসলাম ১০ ও মুমিনুল হক ৫৬ রানে আউট হন।

পাকিস্তানের হাসান আলি ও নোমান আলি ২টি করে উইকেট নেন। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ ৪১৩ ও পাকিস্তান ৩৮৬ রান করেছিল।
মিরপুর টেস্টের প্রথম ইনিংসের ব্যাট করতে নেমে শান্তর সেঞ্চুরি ও মুমিনুল-মুশফিকের ফিফটিতে ৪১৩ রান করেছিল বাংলাদেশ। জবাবে আজান আওয়াইসের সেঞ্চুরি পাকিস্তান তোলে ৩৮৬ রান। ২৮ রানে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭ রানে এগিয়ে থেকে ৯ উইকেটে ২৪০ রানে ইনিংস ঘোষণা করে। ফলে টার্গেট দাঁড়ায় ২৬৮ রান।

সূত্র: ঢাকা পোস্ট

লিবিয়া উপকূলে বাংলাদেশিসহ ১৭ অভিবাসীর মরদেহ উদ্ধার

ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে প্রবেশের স্বপ্ন দেখা ১৭ জন অভিবাসীর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে লিবিয়ার উপকূল থেকে। লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলির পশ্চিমে অবস্থিত জুয়ারা উপকূল থেকে গত কয়েক দিনে এই মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহতদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন বলে স্থানীয় চিকিৎসকদের একটি দল নিশ্চিত করেছে।

লিবিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ইমার্জেন্সি মেডিসিন অ্যান্ড সাপোর্ট সেন্টার জানিয়েছে, ত্রিপোলি থেকে প্রায় ১১৭ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত এই উপকূলীয় অঞ্চল থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকারী সংস্থাটি তাদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে উদ্ধার অভিযানের কিছু ছবি প্রকাশ করেছে। ছবিতে দেখা যায় যে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মরদেহগুলো সাদা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে অ্যাম্বুলেন্সে তুলছেন।

উদ্ধারকৃত ১৭ জনের মধ্যে ১৪ জনের মরদেহ ইতিমধ্যেই যথাযথ ধর্মীয় ও আইনি নিয়মে দাফন করা হয়েছে। এর মধ্যে শনাক্ত হওয়া বাংলাদেশি নাগরিকের মরদেহ ত্রিপোলিতে অবস্থানরত তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে বাকি দুইজন মরদেহের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। লিবিয়ার স্থানীয় কর্মকর্তারা এই বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করছেন যাতে নিহতদের সঠিক পরিচয় এবং তাদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটন করা যায়। সাধারণত ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় নৌকাডুবি কিংবা সাহারা মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার সময় তীব্র পানি ও খাদ্য সংকটে অভিবাসীদের এমন মৃত্যু ঘটে।

২০১১ সালে নেটো সমর্থিত বিদ্রোহের মাধ্যমে তৎকালীন শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর থেকেই লিবিয়া ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাওয়ার অন্যতম প্রধান ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যুদ্ধ দারিদ্র্য এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে বাঁচার আশায় আফ্রিকা এবং এশিয়ার হাজার হাজার মানুষ নিজেদের জীবন বাজি রেখে লিবিয়া হয়ে ইউরোপে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন।

সূত্র: আর টিভি

মারা গেছেন কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে

ভারতের কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে মারা গেছেন। রোববার (১২ এপ্রিল) মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। হৃদরোগ ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে গত শনিবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গত কয়েক মাস ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন এই শিল্পী। শনিবার রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়।

রোববার দুপুরে তার ছেলে আনন্দ ভোঁসলে এই বরেণ্য শিল্পীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। আগামীকাল সোমবার তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অন্যতম সফল ও জনপ্রিয় গায়িকা আশা ভোঁসলে ১৯৩৩ সালে সংগীত অনুরাগী মঙ্গেশকর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৯ বছর বয়স থেকেই পেশাদার গান গাওয়া শুরু করেন তিনি। ১৯৪৩ সালে চলচ্চিত্রে প্রথম গান রেকর্ড করার পর ১৯৫০-এর দশকেই বলিউডে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করে নেন। বড় বোন লতা মঙ্গেশকরের ছায়ায় ঢাকা না পড়ে নিজস্ব গায়কী ঢঙে তিনি কয়েক দশক ধরে শ্রোতাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন।

দাদাসাহেব ফালকে ও বঙ্গবিভূষণসহ একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এ খ্যাতনামা গায়িকা। ১৯৯৭ সালে গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের জন্যও মনোনীত হন তিনি।

তার ব্যক্তিগত জীবন ছিল বেশ নাটকীয়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে পরিবারের অমতে নিজের ব্যক্তিগত সচিব ৩১ বছর বয়সী গণপতরাও ভোঁসলেকে বিয়ে করেন তিনি। তবে ১৯৬০ সালে সেই সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে বিখ্যাত সংগীত পরিচালক রাহুল দেব বর্মণের

(আর ডি বর্মণ) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। বর্মণ পরিবারের প্রবল আপত্তি থাকলেও তাদের দীর্ঘদিনের প্রেম পরিণয়ে রূপ পায়। ১৯৯৪ সালে আর ডি বর্মণের মৃত্যু পর্যন্ত তারা একসাথেই ছিলেন। জীবনের শেষ বছরগুলোতে তার নাতনি জেনাই ভোঁসলে ছিলেন এই সংগীত সম্রাজ্ঞীর ছায়াসঙ্গী। তার প্রয়াণে ভারতীয় সংগীতের একটি স্বর্ণযুগের অবসান ঘটল।

সূত্র: যমুনা টিভি।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

“আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ পালিত হয়েছে।

রবিবার সকালে জেলা প্রশাসন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থার আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (অ.দা.) মোছাঃ নাসিমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সঞ্জীব মৃধা, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মুনির, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুন নেসা নয়নসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সুধীজন।

মেহেরপুরে তেল সংকট, সীমিত পরিমাণে বিক্রি

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাব মেহেরপুরের তেল পাম্পগুলোতেও পড়েছে। জ্বালানি তেলের সম্ভাব্য সংকটের আশঙ্কায় সাধারণ ক্রেতারা অতিরিক্ত তেল কেনার চেষ্টা করায় জেলার বিভিন্ন পাম্পে চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গেছে। ফলে চাহিদার তুলনায় বেশি বিক্রি হওয়ায় হিমশিম খাচ্ছে পাম্প মালিকরা।

দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ক্রেতারা সর্বোচ্চ ১০০ থেকে ৩০০ টাকার তেল নিতে পারছেন। তবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে কেউ কেউ তেল পেলেও অনেকেই না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

শনিবার বেলা ১২টার তথ্য অনুযায়ী, শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত মেসার্স মেহেরপুর ফিলিং স্টেশনে তেল বিক্রি বন্ধ রয়েছে। বামনপাড়ায় অবস্থিত মা ফিলিং স্টেশনে পেট্রোল বিক্রি বন্ধ থাকলেও সর্বোচ্চ ২০০ টাকা পর্যন্ত অকটেন দেওয়া হচ্ছে। কাথুলী রোডের মেসার্স জেড কে ফিলিং স্টেশনে সর্বোচ্চ ১০০ টাকার পেট্রোল দেওয়া হচ্ছে। আর পুলিশ লাইন রোডের নূর ফিলিং স্টেশনে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকার পেট্রোল দেওয়া হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে সরকার রবিবার থেকে রেশনিং পদ্ধতিতে তেল বিক্রির সীমা নির্ধারণ করেছে বলে জানা গেছে। এতে করে কেউ অতিরিক্ত তেল কিনে মজুদ করতে পারবেন না বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন।

মেহেরপুরের ভাষা সংগ্রামীরা

কেউ ইতিহাসেও বেঁচে নেই

ভাষা আন্দোলনর সময় প্রায় অখ্যাতই ছিল ভারত সীমান্তঘেঁষা প্রান্তিক মহকুমা শহর মেহেরপুর। যার পরিচিতি ঘন আমবাগান আর পলাশীর ঐতিহাসিক স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কিন্তু ইতিহাসের সেই নীরব জনপদ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জেগে উঠেছিল দৃঢ় প্রতিবাদে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, পুলিশি জুলুম চলবে না স্লোগানে মুখর হয়েছিল পথঘাট।

ভাষাসংগ্রামীদের স্মৃতিচারণে জানা যায়, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ মেহেরপুরে হরতাল পালিত হয়। “উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা” ঘোষণার বিরুদ্ধে মেহেরপুর হাইস্কুলের শিক্ষার্থীরা ধর্মঘট ও বিক্ষোভে অংশ নেন। প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শহরজুড়ে ছাত্রমিছিল বের হয়। রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক হলেও চেতনায় পিছিয়ে ছিল না এই শহর।

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে আন্দোলন আবারও বেগবান হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণ ও হতাহতের খবর পৌঁছালে মেহেরপুরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ২২ ফেব্রুয়ারি সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়। মুন্সী সাখাওয়াত হোসেনের নেতৃত্বে আওলাদ হোসেন, কাওসার আলী, ইসমাইল হোসেনসহ শিক্ষার্থীরা পোস্টারিং ও পিকেটিংয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি একটি বিক্ষোভ মিছিল শহর প্রদক্ষিণকালে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেও তা ছত্রভঙ্গ করতে পারেনি। কালাচাঁদ হলের সামনে আবুল কালামের সভাপতিত্বে সমাবেশে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বক্তারা সরকারের নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। ঢাকার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রান্তিক মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ পদচারণায় একুশের আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়।

ভাষার দাবি তখনও পূরণ হয়নি। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে শহীদ দিবসের প্রভাত ফেরি পালন করতে গিয়ে প্রশাসনের কঠোর দমননীতির মুখে পড়েন আন্দোলনকারীরা। শুক্লা গাঙ্গুলির নেতৃত্বে রিপন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা ওই প্রভাত ফেরিতে যোগ দেন, শিক্ষকদের বাধা উপেক্ষা করে। প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়ার অভিযোগে মেহেরপুর সরকারি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মুন্সি সাখাওয়াৎ হোসেন, নজীর

হোসেন বিশ্বাস এবং তাঁর সহযাত্রী কদম রসুল, সামসুল আলা, আবুল কাসেম, ইসমাইল হোসেন প্রমুখ গ্রেপ্তার হন। পরে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তদবিরে তাদের ছাড়িয়ে আনা ছাড়াও বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। আজ ওই সাতজনের কেউই জীবিত নেই।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলে অংশ নেওয়া গোলাম কাউসার চানার পুত্র জি এফ মামুন লাকি জানান, এতদিন ভাষাসংগ্রামীদের মূল্যায়ন বলতে একুশে ফেব্রুয়ারি এলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনাই ছিল একমাত্র স্বীকৃতি। ২০২৪ সালের পর সেই আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনাও বন্ধ হয়ে গেছে।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু বলেন, এত বছরেও ভাষাসংগ্রামীদের রাষ্ট্রীয় তালিকা হয়নি। তাঁদের পরিবারগুলোর খোঁজ-খবর নেওয়ারও কোনো উদ্যোগ নেই। এটি ইতিহাসের প্রতি অবহেলা।”

মেহেরপুরের ভাষাসংগ্রামীদের নাম আজও কোনো সরকারি পূর্ণাঙ্গ তালিকায় নেই। তাঁদের অনেকেই প্রয়াত; পরিবারগুলোও অবহেলিত। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, সম্মাননা কিংবা আর্থ-সামাজিক সহায়তার বিষয়টি অনিশ্চিতই রয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জন করা জাতির জন্য এটি এক বেদনাদায়ক প্রশ্ন। প্রান্তিক শহরের যাঁরা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন, গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তাঁদের নাম-পরিচয় কি ইতিহাসের প্রান্তেই পড়ে থাকবে?

মেহেরপুরের সচেতন মহল মনে করে, অবিলম্বে ভাষাসংগ্রামীদের যাচাই-বাছাই করে রাষ্ট্রীয় তালিকা প্রণয়ন, তাঁদের পরিবারের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিত করা জরুরি। নইলে প্রান্তিক এই শহরের অবদান ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতলে- আর ইতিহাস হয়ে উঠবে অসম্পূর্ণ।

মেহেরপুরে একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

একুশের প্রথম প্রহরে মেহেরপুরের ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিতে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন স্তুরের মানুষ।

একুশের প্রথম প্রহর রাত ১২ টা ১ মিনিটে রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শুরু হয়।

পরে জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ.কে.এম নজরুল কবির, জেলা পরিষদের প্রশাসক মোঃ গোলাম জাকারিয়া, সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম, বিএনপি চেয়ারপারসনের নিরাপত্তা টিমের পরিচালক (সমন্বয়) ক্যাপ্টেন (অব.) গনী উল আজম, জেলা বিএনপির পক্ষে সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান জেলা বিএনপির পক্ষে, জেলা জামায়াতের পক্ষে রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন ও সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর প্রধানরা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠণের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।